যায়যায়দিন

তারিখ ... 27 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ছয় বছরে এসএসসিতে পাসের হার বৃদ্ধি দ্বিগুণ

সাথীয়া খান

২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে দ্বিগুণ। ২০০৩ সালে নয় শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল মাত্র ৩৬.৮১ শতাংশ। আর ছয় বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০০৮ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.১৮ শতাংশে।

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ২০০১ ও ২০০২ সালে পাসের হার যথাক্রমে ৩৯.০৩ শতাংশ এবং ৪২.১৮ শতাংশে থাকলেও ২০০৩ সালে পাসের হার হঠাৎ কমে ৩৬.৮১-তে চলে আসে।

২০০৩ সালে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় ১০ লাখ ৮৪ হাজার ২৪১ শিক্ষার্থী। আর পাস করে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ১১১ জন। অর্থাৎ ২০০৩ সালে পাসের হার ছিল ৩৬.৮১ শতাংশ। কিন্তু ২০০৩ সালে এসএসসির ফলে বিপর্যয় এলেও তার পরের বছর বিপর্যয় কেটে যায়।

২০০৪ সালের পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯ লাখ ৬৪ হাজার ৫০৭ জন আর পাস করে ৪ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯৩ জন। অর্থাৎ সে বছর পাস করে ৫০.২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী। ২০০৪ সালের পর এসএসসি পরীক্ষায় ক্রমাগতভাবে পৃ ১৫ ক ৭

ছয় বছরে এসএসসিতে পাসের হার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা। ২০০৫ সালে ৫৪.১ শতাংশ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাস করে। এ বছর সারাদেশের ৯ লাখ ৪৪ হাজার ১৫ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় আর পাস করে ৫ লাখ ১০ হাজার ৭০২ জন।

২০০৬ সালে এ পাসের হার আরো বেড়ে যায়। এ বছর দেশের ৬২.২২ শতাংশ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাস করে। কিন্তু ২০০৭ সালে এ ফলে কিছুটা ধস নামে। ২০০৭ সালে ৫৮.৩৬ শতাংশ শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ওই বছর সারাদেশের ১০ লাখ ২৪ হাজার ৫৩৭ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় আর পাস করে ৫ লাখ ৯৭ হাজার ৯৫৫ জন।

এরপর ২০০৮ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ বছর পাস করেছে ৭২.১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালে পাসের হার বেড়েছে ১৩.৮২ শতাংশ।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, অভিভাবকদের নিরলস প্রয়াস, শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অধিক মনোযোগ এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে এ বছর পাসের হার অনেক বেড়েছে। আমরা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে দৃঢ়। এখন থেকে শিক্ষার মান আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, পাসের হার বাড়ছে এটা খুবই ভালো সংবাদ। নিয়মিত ক্লাস, শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদানে অধিকতর মনোযোগী হওয়া, শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অভিভাবকদের অধিকতর সচেতনতা, শিক্ষার্থীর শিক্ষার পেছনে পরিবারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদান পাসের হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন। এ পাসের হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।